পিসির সাধারণ সমস্যা এবং সমাধান

wcwm _vK‡j mgm¨v n‡eB| wcwmi GgbB wKQz mvaviY mgm¨v I Zvi KvhKix mgvavb Z‡j aiv n‡jv...

wj‡L‡Qb মোঃ আনোয়ার আসাদ

কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা প্রায়ই কিছু সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। যারা অভিজ্ঞ ইউজার, তারা এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কারণে খুব সহজেই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারেন। কিন্তু যারা নতুন বা অনভিজ্ঞ তাদের কাছে সমস্যাগুলো এতোই প্রবল যে, তাদের ভোগান্তির শেষ নেই। আজকে সেসব সমস্যা এবং তাদের সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

সমস্যা : কম্পিউটার চালু হচ্ছে না।

সমাধান : প্রথমেই চেক করে দেখুন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্যাবল ঠিকমতো পাওয়ার সোর্স অথবা মাল্টিপ্লাগের সঙ্গে সংযুক্ত করা আছে কি না।

* পাওয়ার সোর্স অথবা মাল্টিপ্লাগে বিদ্যুৎ আছে কি না।

* পাওয়ার সাপ্লাই থেকে যে ক্যাবলটি মাদারবোর্ডের পাওয়ার সকেটের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয়, তা সংযুক্ত করা আছে কি না।

এরপরও যদি কম্পিউটার চালু না হয়, সে ক্ষেত্রে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই পরিবর্তন করে দেখতে পারেন।

সমস্যা : মনিটর চালু হচ্ছে না।

সমাধান : কম্পিউটার পাওয়ার অন কি না দেখুন।

* মনিটরের পাওয়ার লাইনটি চেক করুন।

* মনিটর থেকে যে ক্যাবলটি আপনার কম্পিউটারের গ্রাফিক্স বোর্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয় তা সঠিকভাবে সংযুক্ত আছে কি না দেখুন।

সমস্যা : মনিটরের পাওয়ার লাইটটি জ্বলছে এবং নিভছে কিন্তু কোনো ছবি আসছে না।

সমাধান : মনিটরের পাওয়ার লাইনটি চেক করুন।

* কম্পিউটরের পাওয়ার অন করেছেন কি না দেখুন।

* গ্রাফিক্স কার্ডের সঙ্গে মনিটরের ক্যাবলটি সঠিকভাবে সংযুক্ত করুন।

গ্রাফিক্স কার্ডটি এজিপি স্লট থেকে খুলে নিয়ে আবার ভালো করে এজিপি স্লটে সংযুক্ত করুন (যাদের পিসি স্পিকার অফ করা শুধু তারাই এই কাজটি করুন)।

* অনেক সময় পাওয়ার সাপ্লাই দুর্বল হলেও এ সমস্যাটি হয়। সে ক্ষেত্রে আপনাকে একটি নতুন পাওয়ার সাপ্লাই সংগ্রহ করতে হবে।

সমস্যা : তিনটি শর্ট বিপ হচ্ছে পিসি স্পিকারে। মনিটরে কোনো ছবি আসছে না।

সমাধান : তিনটি শর্ট বিপ হওয়ার কারণ হলো, আপনার গ্রাফিক্স কার্ডটি এজিপি স্লটে ঠিকমতো লাগানো হয়নি। তাই গ্রাফিক্স কার্ডটি প্রথমে স্লট থেকে খুলে নিয়ে আবার এজিপি স্লটে খুবই নরম হাতে লাগান।

* মাদারবোর্ডে যদি বিল্টইন কোনো গ্রাফিক্স চিপ থাকে, তবে তা বায়োসে গিয়ে ডিজেবল করা আছে কি না তা চেক করুন। এনাবল করা থাকলে তা ডিজেবল করুন।

সমস্যা : থেমে থেমে লং বিপ হচ্ছে।

সমাধান : এটি র‍্যামের সমস্যা। তাই র‍্যামের স্লট থেকে র‍্যামটি খুলে নিয়ে আবার ভালোভাবে লাগান।

* এরপরও একই সমস্যা হলে র‍্যামটি অন্য স্লটে লাগিয়ে দেখতে পারেন। কাজ হলে বুঝবেন, মাদারবোর্ডের র‍্যামের ঐ স্লটটি নষ্ট হয়ে গেছে। আর কাজ না হলে অন্য কম্পিউটারে আপনার র‍্যামটি লাগিয়ে দেখুন ঠিক আছে কি না। এতেও যদি কাজ না হয় তবে বুঝবেন আপনার কম্পিউটারের র‍্যামটি নষ্ট হয়ে গেছে।

* অনেক সময় নতুন র‍্যাম লাগালেও এ সমস্যা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আপনার মাদারবোর্ড র‍্যামের বাস স্পিড সাপোর্ট করছে না। তাই মাদারবোর্ড যে বাস স্পিড সাপোর্ট করে সেই বাস স্পিডের র‍্যাম সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন।

সমস্যা : ডিস্ক এরর বা ইনভেলিড অর্থাৎ নন সিস্টেম ডিস্ক এরর।

সমাধান : ফ্লপি ড্রাইভে কোনো ফ্লপি ডিস্ক আছে কি না তা চেক করুন। থাকলে ফ্লপি ডিস্কটি বের করে আবার কম্পিউটার চালু করুন।

* আপনার হার্ডডিস্কে যদি কোনো অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল না করা থাকে, সে ক্ষেত্রেও এই সমস্যা হতে পারে।

* আর ওপরের একটি সমাধানও যদি কাজ না করে, তবে হয়তো আপনার হার্ডডিস্কের পার্টিশন ভেঙে গেছে, নয়তো হার্ডডিস্ক ক্রাশ করেছে। সে ক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ হার্ডওয়্যার টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিতে পারেন।

সমস্যা : কি-বোর্ড মাউস কাজ করছে না।

সমাধান : যদি এমন হয় যে, আপনি কি-বোর্ডের সাহায্যে অথবা এমনিই কম্পিউটার ব্যবহার করার এক পর্যায়ে এ সমস্যাটি দেখা দিয়েছে, তবে কম্পিউটারটি এবার রিস্টার্ট করে দেখতে পারেন।

* কি-বোর্ড কম্পিউটারের কি-বোর্ড পোর্টের সঙ্গে ঠিকমতো কানেক্টেড করা আছে কি না তা দেখতে পারেন। যদি ঠিকমতো কানেক্টেড না থাকে, তবে কি-বোর্ড পোর্টে সংযুক্ত করে কম্পিউটার স্টার্ট করুন।

সমস্যা : ফ্লপি ড্রাইভ ফেইল এরর দিচ্ছে।

সমাধান : ফ্লপি ড্রাইভের পাওয়ার লাইনটি খুলে আবার ভালোভাবে লাগান।

* ফ্লপি ড্রাইভের ডাটা ক্যাবলও খুলে আবার ভালোভাবে লাগান।

* পাওয়ার সাপ্লাই থেকে যে পাওয়ার লাইনটি ফ্লপি ড্রাইভে পাওয়ার দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় তা ভালোভাবে চেক করে দেখুন।

সমস্যা : CMOS-Check sum Error.

সমাধান : সাধারণত মাদার-বোর্ডের ব্যাটারিটি দুর্বল হয়ে গেলে এই সমস্যাটি দেখা যায়। কোনো ভালো হার্ডওয়্যার টেকনি-শিয়ানের সাহায্য নিন ব্যাটারি বদল করার জন্য।

সমস্যা : Modem is not respanding মেসেজ।

সমাধান : মডেমের ক্যাবল ঠিকমতো কম্পিউটারের পোর্টে লাগানো আছে কি না তা চেক করে দেখুন।

* এক্সটার্নাল মডেমের ক্ষেত্রে অ্যাডাপ্টার লাগানো কি না দেখুন।

* ফোন লাইন লাগানো কি না দেখুন।

* আপনার টেলিফোনের লাইনে কোনো ধরনের সমস্যা আছে কি না দেখুন।

* সঠিক মডেমের ড্রাইভার ইনস্টল করা আছে কি না দেখুন।

* ড্রাইভার ইনস্টল করার সময় কম্পিউটারের সঠিক পোর্ট (COMI, COM2…) সিলেক্ট করেছেন কি না দেখুন।

সমস্যা : প্রিন্টারে প্রিন্ট হচ্ছে না।

সমাধান : প্রিন্টারের পাওয়ার ক্যাবল চেক করে দেখুন।

* প্রিন্টার অন আছে কি না তাও চেক

গেম রিভিউ
Rome: Total War

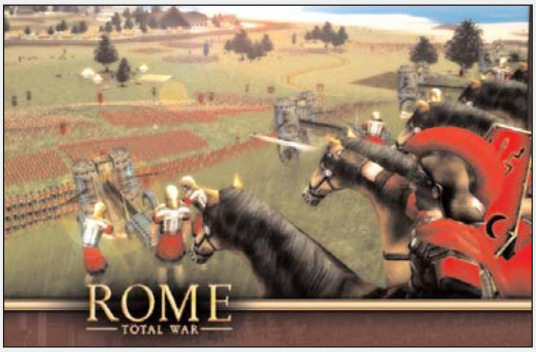

আপনি যদি প্রকৃত স্ট্র্যাটেজি গেমার হয়ে থাকেন, তবে আপনার জন্য আমাদের এবারের আলোচনায় থাকছে একটি রিয়েল স্ট্র্যাটিজি গেম। যার নাম হলো- রোম। যার ভার্সান নামটি হলো- টোটাল ওয়্যার বা যুদ্ধের প্লাটফরম। মূলত এই গেমটি রোম নগরীর বিভিন্ন কল্পকাহিনী যা ইতিহাসের পাতা থেকে এসে পৌছেছে গেমের রাজ্যে, তারই প্রকৃত দৃষ্টান্ত হলো এই গেমটির বিভিন্ন পটভূমি।

বর্তমানের বিভিন্ন স্ট্র্যাটিজি গেমের আলোকে আমাদের সেই সব গেমের পূর্ণাঙ্গতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যাতে ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচনা। তবে নতুন গেমগুলোর মধ্যে এই গেমটি আমাদের বেশ কয়েকটি পুরনো স্ট্র্যাটিজি কম্পোনেন্টকে মনে করিয়ে দেয়, যার আলোচনায় থাকছে ঘর বানানোর অর্থের সরঞ্জাম, ঘর বানানোর জন্য তৈরিকৃত ভিত্তি এবং ঘর বানিয়ে তা থেকে জয়লাভ করা। এ সবই থাকছে এই গেমটি বিভিন্ন মোমেন্টের কাহিনীতে।

এই গেমটি অ্যাসেম্বলিস্ টোটাল ওয়্যার সিরিজের। এই সিরিজের আগে আপনারা বেশ কয়েকটি ভালো ভালো গেম খেলেছিলেন। যার প্রতিটিই হলো রিয়েল স্ট্র্যাটিজি। এই গেমটির মূল কাহিনী রচিত হয়েছে রোমান সম্রাটের বিভিন্ন ঘটনার ভিত্তিকে কেন্দ্র করে। গেমটিতে বেশ কিছু রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা থাকছে, আরো থাকছে বিভিন্ন পাজলস্, যা আপনাকে গেমিং চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে। এ সব পাজলস্ থেকে উতরাতে হবে বিভিন্ন কৌশল খাটিয়ে। এ গেমটির আরো যে জিনিসগুলো লক্ষ্য করতে পারবেন তা হলো, এতে থাকছে হাজারখানেক সৈনিক বাহিনীর উপদল। যা আপনাকে রাজনৈতিক কলাকৌশলের ভিত্তিতে মাত দিতে হবে।

অনেকেই জানেন যে রোম নগরীর সভ্যতা একদিনে গড়ে ওঠেনি, ঠিক সেই জিনিসটিরই যেন প্রতিবিম্ব ঘটেছে এই গেমটিতে। গেম ইঞ্জিনের দক্ষতার কারণে, ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এই রোম নগরীর সভ্যতা। আর আপনি যেন তারই প্রতিচ্ছবি পাবেন এই গেমটিতে।

গেমটি মূলত তিন বছরের অক্লান্ত সাধনার ফসল। আর যার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি হলো রোম নগরীর সম্রাটের সত্য ঘটনা। তবে এই গেমটিতে সত্য ঘটনার পাশাপাশি সমন্বয় ঘটেছে বেশ কিছু ত্রিমাত্রিক অর্থাৎ থ্রিডি গ্রাফিক্সের। পুরনো স্ট্র্যাটিজি গেমগুলোর গ্রাফিক্স খুব একটা ভালো না হওয়ায়, বর্তমান গেমটিকে সাজানো হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন রূপে। তবে এ ক্ষেত্রে সিস্টেম রিকয়্যারমেন্ট মাত দিয়ে ফেলবে। তবে গেমটিতে রোম নগরীর বেশ কিছু সভ্যতার ছাপ বানানো হয়েছে বিবিসি টিভির এক সিরিজকে কেন্দ্র করে। তবে এই গেমটিতে থাকছে একটি ম্যাপ। যা দ্বারা আপনি সম্পূর্ণ রোম নগরীকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। তাছাড়া শত্রুদের অবস্থানও পরিলক্ষিত হবে এ ম্যাপকে কেন্দ্র করে। এক অর্থে ফ্যাসিলিটি তো থাকছেই। সঙ্গে থাকছে উত্তেজনা। যা আমাদের গেমারদের স্ট্র্যাটিজি গেম খেলার জন্য প্রেরণা যোগাবে।

গেমটিকে সহজে খেলার পথ সেটিং করবে এর অপশন মোড। তবে এতে থাকছে অটো ম্যানেজমেন্ট মোড। যা আপনাকে সহজবোধ্য করে তুলবে গেমের বিভিন্ন মোমেন্ট। এছাড়াও এ গেমটিতে থাকছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্সের তুমুল কম্বিনেশন। এক অর্থে গেম তো খেলবেনও, সঙ্গে কিছু শিখতেও পারবেন। আশা করি গেমটি খেলে মজা পাবেন। আসুন তবে ঢুকে পড়ি সেই গেমের রাজ্যে।

সঞ্জীব বিশ্বাস

করুন।

* প্রিন্টারে কোনো কাগজ আটকে আছে কি না তা দেখুন।

আটকে থাকলে প্রিন্টারের ঢাকনা খুলে তা বের করুন।

* প্রিন্টারের সঠিক ড্রাইভার ইনস্টল করা আছে কি না তা দেখুন। না থাকলে নতুন করে প্রিন্টারের ড্রাইভার ইনস্টল করুন।

* কার্টিজে কালি আছে কি না তা চেক করুন।

সমস্যা : স্পিকার থেকে কোনো সাউন্ড আসছে না।

সমাধান : স্পিকারের পাওয়ার কানেকশন ঠিকমতো আছে কি না তা চেক করে দেখুন।

* টাস্কবারের স্পিকার আইকনে ঢুকে দেখুন ভলিউম ও ওয়েভের লেভেল মিউট বা কমিয়ে দেয়া আছে কি না।

* সাউন্ড কার্ডের জন্য সঠিক ড্রাইভারটি ইনস্টল করা আছে কি না তা দেখুন। অথবা দেখুন যে ড্রাইভারের কোনো ফাইল হয়তো করাপ্ট হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে পুরাতন ড্রাইভার আন-ইনস্টল করে আবার নতুন করে ড্রাইভার ইনস্টল করুন।

* মাদারবোর্ডে যদি বিল্ট ইন সাউন্ড কার্ড থাকে তবে বায়োসে গিয়ে দেখুন তা ডিজেবল করা আছে কি না। এনাবল থাকলে ডিজেবল করুন।

* এরপরও যদি সাউন্ড না বের হয়, তবে অন্য কোনো সোর্সের সঙ্গে স্পিকার সংযুক্ত করে দেখুন স্পিকারের কোনো সমস্যা আছে কি না।

সমস্যা : ‘Windows Protection Error’ বার্তা আসছে।

সমাধান : সাধারণত হার্ডওয়্যার কনফ্লিকটের জন্য এ সমস্যা হয়। আপনি সর্বশেষ যে হার্ডওয়্যারটি পিসিতে যোগ করেছেন, তা খুলে দেখুন (এজিপি হলে অন্য এজিপি লাগিয়ে দেখুন)।

* যদি মাদারবোর্ডে দুই ধরনের বাসের দুটি র‌্যাম লাগানো থাকে অর্থাৎ একটি র‌্যাম 100NHz এবং অপরটি 133MHz, তাহলেও এ সমস্যা হতে পারে।

* কিছু কিছু সফটওয়্যারও এ সমস্যার সৃষ্টি করে। আপনি ভেবে দেখুন সর্বশেষ কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করার পর এ সমস্যাটি সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় ‘Safe Mode’ প্রবেশ করে সেই সফটওয়্যারটি আন-ইনস্টল করুন।

সমস্যা : সিডিরমে কোনো ডাটা ঢোকালে তা অডিও সিডি হিসেবে দেখায়।

সমাধান : আপনার সিডিরমের ডাটা ও পাওয়ার ক্যাবল ঠিকমতো চেক করে দেখুন।

* এমনও হতে পারে যে সিডিরমের লেন্সে ময়লা জমে গেছে, সে ক্ষেত্রে লেন্স ক্লিনিং সিডি ব্যবহার করে দেখুন।

* সিডিটি ঠিক আছে কি না তা অন্য কম্পিউটারে ব্যবহার করে দেখুন।

সমস্যা : সিডি রাইটারের সাহায্যে সিডি রাইট হচ্ছে না।

সমাধান : সিডি রাইটারের ডাটা এবং পাওয়ার ক্যাবল ঠিকমতো লাগানো কি না তা চেক করুন।

* সিডিটি ব্ল্যাংক কি না তা দেখুন।

* মাল্টিসেশন ডিস্কের ক্ষেত্রে রাইট করার মতো প্রয়োজনীয় খালি অংশ রয়েছে কি না তা দেখুন।

* সিডি রাইট করার জন্য ইনস্টলকৃত রাইটিং সফটওয়্যার ঠিকমতো কাজ করছে কি না তা দেখুন।

* রাইটিং সফটওয়্যারটি করাপ্ট হয়ে গেছে, তা আন-ইনস্টল করে আবার নতুন করে ইনস্টল করুন।

সমস্যা : কম্পিউটারে হাত দিলে শক করে।

সমাধান : আপনার বাসার পাওয়ার লাইনে আর্থিং করা আছে কি না তা চেক করুন।

* আর্থিং করা না থাকলে আর্থিং করুন।

* কম্পিউটারের পাওয়ার ক্যাবল এবং মাল্টিপ্লাগ থ্রি পিনের কি না তা দেখুন।

* নতুন পাওয়ার ক্যাবল ব্যবহার করুন।

উইন্ডোজ এক্সপির নতুন টিপস্

সিস্টেমের সব শেয়ারড্ ডকুমেন্ট ফোল্ডার রিমুভ করবেন কিভাবে

উইন্ডোজ এক্সপি ইউজার ইন্টারফেসের অনেকগুলো যন্ত্রণার মাঝে একটি হলো মাই কম্পিউটার উইন্ডোর একেবারে টপে সব শেয়ারড্ ডকুমেন্ট ফোল্ডারের লিংক। অপ্রয়োজনীয় এই আইকনগুলো বাই ডিফল্টভাবে কেন যে রয়েছে এবং তা হতে মুক্তি পাওয়ারও কোনো উপায় নেই, যদি না আপনি রেজিস্ট্রি এডিটরের সাহায্য নেন। রেজিস্ট্রি এডিটর ওপেন করুন (রান উইন্ডোতে টাইপ করুন regedit, এন্টার দিন)। রেজিস্ট্রি উইন্ডো হতে নিচের ধারা অনুসরণ করুন- HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ My Computer \ NameSpace \ DelegateFolders এখানে আপনি {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} নামে একটি সাব কি দেখতে পাবেন । যদি আপনি এটি সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে ডিলিট করে ফেলেন, তবেই সব শেয়ারড্ ডকুমেন্ট ফোল্ডার হতে মুক্তি পাবেন।

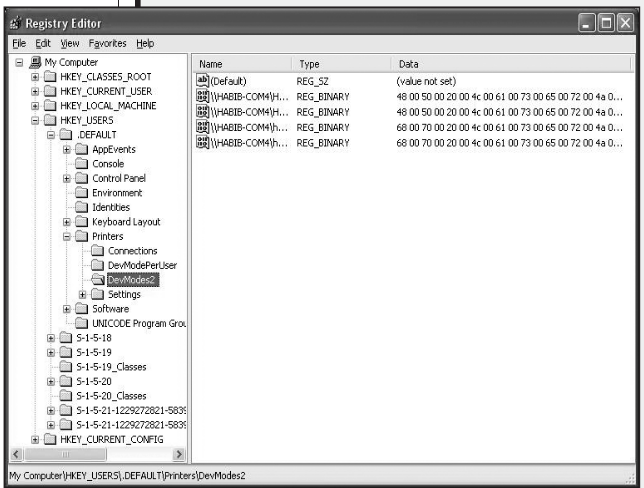

উইন্ডোজ মেসেঞ্জারের অটো স্টার্টআপ

আপনি যদি এক্সপির উইন্ডোজ মেসেঞ্জারের ভক্ত না হয়ে থাকেন, তবে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়ও আছে। রেজিস্ট্রি এডিটর ওপেন করে তা থেকে নিচের লিংক অনুসরণ করুন : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Run\| এবার MSMSGS ফাইলটি ডিলিট করুন, তাহলেই আর উইন্ডোজ মেসেঞ্জার অটো স্টার্ট হবে না।

জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল